বরাবর

০৭ এপ্রিল, ২০১৩

মহা-পুলিশ পরিদর্শক
পুলিশ সদর দপ্তর
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

বিষয়: কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার সুষ্ঠু তদন্ত প্রসঙ্গে।

জনাব,
পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ১৯৯৬ সালের ১১ জুন দিবাগত রাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমাকে তাঁর নিজ বাড়ী [**গ্রাম: নিউলাল্যাঘোনা, উপজেলা: বাঘাইছড়ি, জেলা: রাঙ্গামাটি**] থেকে অপহরণ করা হয়েছিল। এ ঘটনায় ১২/০৬/১৯৯৬ তারিখে কালেন্দী কুমার চাকমা [**কল্পনা চাকমার বড় ভাই**] বাদী হয়ে বাঘাইছড়ি থানায় একটি মামলা [**মামলা নং ২ তাং ১২/০৬/৯৬ ধারা-৩৬৪ দঃ বিঃ**] দায়ের করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে এটি বহুল আলোচিত একটি জাতীয় ঘটনা ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল- প্রায় ১৭ বছর অতিবাহিত হলেও এ মামলাটি আজও তদন্তাধীন রয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে তৎকালীন সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে [**স্মারক নং-স্বঃমঃ (রাজ-২) পার্বত্য-৩/৯৫ (অংশ)/৯৬৫ তারিখ-৭/৯/৯৬ ইং**] অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোঃ আবদুল জলিলকে আহবায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত কমিশন কল্পনা চাকমার দুই ভাইসহ মোট ৯৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেও আসামীদের সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তদন্ত শেষে কমিশন এ ঘটনায় দায়েরকৃত এফ,আই,আর এর ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে অপহৃতাকে উদ্ধার ও অপরাধীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়ার সুপারিশ করে।

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ ১৪ বছর পর বাঘাইছড়ি থানার তদন্ত কর্মকর্তা ২০১০ সালের ২১ মে তারিখে কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত কমিশনের রিপোর্টকে বরাত দিয়ে মামলার আসামী/আসামীগণ চিহ্নিত হয়নি বলে চুড়ান্ত রিপোর্ট সত্য ধারা-৩৬৪ দঃবিঃ দাখিল করেন। কিন্তু মামলার বাদী ০২/০৯/২০১০ তারিখে আদালতে না-রাজী দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত এ আবেদন মঞ্জুর করে চট্টগ্রামের সি,আই,ডি পুলিশকে পুনঃতদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সি,আই,ডি মামলার মূল ঘটনা যথাযথভাবে তদন্ত না করে দায়সারাভাবে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী লালবিহারী চাকমাসহ অন্তত ৭ জনের সাক্ষ্য নিয়েই তদন্ত শেষ করেন। অথচ সাক্ষীদের দ্বারা অভিযুক্ত আসামী ১) তৎকালীন লেঃ ফেরদৌস ২) ভিডিপি সদস্য নূরুল হক ৩) ভিডিপি সদস্য সালেহ আহম্মদসহ ১০/১২ জনের কথা উল্লেখ থাকলেও তদন্ত কর্মকর্তা তাদের কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করে গত ২৬/০৯/২০১২ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ২০১৩ সালের ১৩ জানুয়ারী কল্পনা অপহরণ মামলার শুনানির দিন ধার্য ছিল, কিন্তু বাদী উক্ত সি,আই,ডি প্রতিবেদনের ওপর আপত্তি জানালে আদালত শুনানি মূলতবি করে রাঙ্গামাটি পুলিশ সুপারকে মামলাটি পুনঃ তদন্তের নির্দেশ দেন। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

আলোচিত এ মামলার দীর্ঘসূত্রিতা, প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং সর্বোপরি আসামীদের চিহ্নিত করা যায়নি দাবিটি- স্পষ্টত তদন্ত কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের অভাবে মামলাটি প্রায় ১৭ বছর ধরে তদন্তাধীন থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

এমতাবস্থায় কমিশন প্রত্যাশা করছে, রাঙ্গামাটি পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বর্তমানে যে পুনঃতদন্ত চলছে তা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিচালিত হবে এবং যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের দাবি থাকবে- সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হোক এবং দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে যথাযথভাবে বিচারের আওতায় আনা হোক।

শুভেচ্ছাসহ,

Yours sincerely
Eric Avebury

এরিক এভিব্যুরি
কো-চেয়ার
পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন

সুলতানা কামাল
কো-চেয়ার
পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন

এলসা স্টামাতোপৌলৌ
কো-চেয়ার
পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন